মুখীকচু উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল

মুখীকচু খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস এবং ভিটামিন এ ও সি আছে (সারনী ১)। মুখীকচুর স্টার্চের হজম যোগ্যতা বেশী বিধায় এর স্টার্চ শিশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুখীকচু ক্ষারজাতীয় খাদ্য বিধায় অম্লশুলেও এটি উপকারী। এটি খরিপ মৌসুমে সবজির অভাব পূরণে সাহায্য করে। তবে আশানুরূপ ফলন পেতে উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া মুখীকচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

সারণী ১: মুখীকচুর (বিলাসী) বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্য উপাদান	পাতা	ডগা	মুখী
জলীয় অংশ (গ্রাম)	৯২.০	৮৬.৫	৭৩.২
প্রোটিন (গ্রাম)	০.১৫	৩.০	২.০
শর্করা (গ্রাম)	৭.৭	৪.৫	২৩.৫
ক্যালোরী	৫০.০	৩০.০	১০০.০
ক্যারোটিন (আ. ইউ)	২৫০০০	৩৫০	নগন্য
ভিটিামিন বি-১ (মিগ্রা)	০.১২	০.০১	০.১৩
ভিটিামিন বি-২ (মিগ্রা)	০.৪৩	০.০২	০.০৩
নায়াসিন (মিগ্রা)	৩.৭	০.৫	১.২
লৌহ (মিগ্রা)	৩.৭	০.৫	১.১২
ক্যালসিয়াম (মিগ্রা)	৩১৬.০	৫৯.০	৩৮.০
ভিটিামিন সি (মিগ্রা)	১১৫.০	৫.০	৬.০

মাটি ও জলবায়ু

সারাদিন রোদ পায় এমন স্থানে মুখীকচু জন্মানো উচিৎ। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি মুখীকচু চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকা উচিত। এ ফসলের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। ২৫° থেকে ৪০° সে: তাপমাত্রায় এ ফসলটি ভাল জন্মে।

জাত

বাংলাদেশে মুখীকচুর অসংখ্য স্থানীয় জাত আছে। তবে আশানুরুপ ফলন পেতে উচ্চফলনশীল জাতের চাষ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান "বিলাসী" নামে মুখীকচুর একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মুখীগুলো খুব মসৃণ ও ডিম্বাকৃতির। এটি পাতার মড়ক রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয়। এর মুখী নরম ও সুস্বাদু এবং ক্যালসিয়াম আক্সালেটের পরিমান কম থাকায় খাওয়ার পর গলার ভেতরে চুলকায় না। অতিসম্প্রতি বারি মুখীকচু-২ নামে আরও একটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

জীবনকাল

মুখী কচুর জীবনকাল ১৮০-২০০ দিন

জমি তৈরী

মাটির জোঁ থাকা অবস্থায় জমিন প্রকারভেদে ৪-৫ টি লম্বা ও আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

বীজ

সাধারণত মুখীর ছড়া বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বীজের ওজন ১৫-২০ গ্রাম হওয়া বাঞ্চনীয়। প্রতি শতক জমিতে রোপনের জন্য উপরোক্ত ওজনের ২-২.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপনের সময়

পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারি) বীজ বপনের সবচেয়ে ভাল সময়। কিন্তু যদি সে সুযোগ না থাকে তাহলে বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই বীজ লাগিয়ে ফেলতে হবে। তবে বৈশাখের পর (এপ্রিলের পর) বীজ লাগালে ফলন কমে যাবে।

বীজ লাগানোর দূরত্ব

বীজ লাগানোর দুরত্ব নির্ভর করে মাটির গুনাগুনের উপর। সাধারণত ৭৫ × ২৫ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। যদি মাটির উর্বরতা কম হয় তবে ৬০ × ২৫ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়।

ফসলের পরিচর্যা

সার প্রয়োগ

আশানুরুপ ফলন পেতে হলে বিলাসীর জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ (প্রতি শতকে)
গোবর বা আবর্জনা পচা সার	৬১ কেজি
ইউরিয়া	৬০০ গ্রাম
টি এস পি	৫০০ গ্রাম
এম পি	৭০০ গ্রাম

জমি তৈরীর সময় ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সবটুকু সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজাবার ৪০-৪৫ দিন ও ৯০-১০০ দিন পর ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা

ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরপরই সারি বরাবর আইল তুলে দিতে হবে। যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে গাছের গোড়া খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া চারা গজানো থেকে শুরু করে ফসল উঠানোর প্রায় এক মাস পূর্ব পর্যন্ত জমি অবশ্যয় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পোকামাকড় ও তার প্রতিকার

পোকা মাকড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র মাকড়সার (মাইট) ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি নিউরন/এডোড্রিন/টর্ক/এডমায়ার বা যে কোন মাইট দমনকারী ঔষধ মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর জমিতে প্রয়োগ করে এ মাকড় দমন করা যায়। কোন কোন সময় প্রভোনিয়া ক্যাটারপিলার দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। হতে পিষে অথবা যে কোন সংস্পর্শ ঔষধ মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করলে এই পোকা সহজেই দমন করা যায়।

রোগ বালাই ও তার প্রতিকার

কচুতে পাতা পোড়া রোগ ও কান্ড পচাঁ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। পাতা পোড়া রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড ২ গ্রাম/লি হারে পানিতে মিশিয়ে ১ মাস অন্তর অন্তর ৩ বার গাছে প্রয়োগ করতে হবে। কান্ড পঁচা রোগ হলে ১-২ গ্রাম রিডোমিল/লিঃ হারে পানিতে মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করতে হবে। ঔষধের সাথে কিছু সাবানের গুড়া মিশালে ভাল হয়।

ফসল সংগ্রহ

মুখীকচুর গাছগুলো যখন হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে তখনি এই কচু উঠানোর সময়। পরিপক্কতা লাভের পরও প্রয়োজন বোধে ফসল কয়েক মাস ক্ষেতে রেখে দেয়া চলে। এতে প্রায় ৬-৭ মাস সময় লাগে। অবশ্য আগাম বাজার ধরতে হলে আরো ২-১ মাস আগে মুখীকচু উঠিয়ে বাজারজাত করা যেতে পারে।

ফলন

বিলাসী প্রতিটি গাছে ১টি করে গুড়ি কন্দ, ৫-১০ টি গুড়ি কন্দিকা এবং অনেক মুখী উৎপন্ন হয়। মুখীই এর প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। প্রতি শতকে ফলন প্রায় ১২০-১৪০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ

পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনমত মুখী না উঠিয়ে মাটিতে রেখে দিলে বীজ ভাল থাকে। বর্তমানে যে পরিমাণ জমিতে কচুর চাষ হচ্ছে তার মাত্র অর্ধেক পরিমান জমিতে বিলাসী জাতের চাষ করে মোট উৎপাদন দ্বিগুন করা সম্ভব।